[illegible]

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

আগামী মাসে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার সম্ভাবনা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ বিএনপি এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠনের পর বিএনপি'র মাঝে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর চিন্তা জোরালো হয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয়

দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম একটানা প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ রাখার পর বিএনপি'র মধ্যে ছাত্রদলের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে গত ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগের নতুন কমিটি নির্বাচনের পর

ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার সম্ভাবনা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করা হচ্ছে বিএনপি'র নীতি-নির্ধারণী মহলে। বিএনপি এখন ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছে। নতুন করে কমিটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কমিটি কবে হবে? কারা আসবেন নেতৃত্বে? ঘুরে ফিরে এ প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হচ্ছে নেতা-কর্মীদের মুখে মুখে। অমুক অমুককে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে– এ ধরনের গুজবও ছড়িয়ে পড়ছে। গত ১১ এপ্রিল মধুদা'র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মধুর কেন্টিনে এক স্মরণসভায় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান এসেছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে। তিনি চলে যাবার সময় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের একটি অংশ তার নিকট অবিলম্বে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের দাবী তুলে। ছাত্রদল কর্মীরা এ সময় আমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'কমিটি চাই, কমিটি চাই' বলে শ্লোগান দিতে থাকে। এমনিভাবে ছাত্রদলের সর্বস্তরে আজ দাবী উঠেছে 'অছাত্র, বিবাহিত ও সন্ত্রাসীদের বাদ দিয়ে ত্যাগী, মেধাবী ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে অবিলম্বে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজাতে হবে।' এ ব্যাপারে ছাত্রদলের কয়েকজন সিনিয়র নেতার সাথে আলাপকালে তারা বলেন যে, ছাত্রদলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার এটাই উপযুক্ত সময়। যাতে ছাত্রদল-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সরকারের কাজে সহযোগিতা করতে পারে। কারণ এবার ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রদলের জন্য একটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠন সম্ভব হতে পারে।

এদিকে চলতি মাসের শুরুতে গঠন করা হয়েছে ছাত্রলীগের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে ছাত্রলীগের কমিটির পরিসর বৃদ্ধি করেছে। ছাত্রলীগকে দিয়ে রাজপথ চাঙ্গা করার কথা ভাবছেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এমতাবস্থায় সম্প্রতি বিএনপির অভ্যন্তরে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের গুরুত্ব জোরালোভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। ছাত্রদলের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণের অবস্থা থেকে সরে এসেছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ। কিন্তু গত পাঁচ মাসে বিএনপির প্রভাবশালী মন্ত্রী ও নেতারা কমিটির ব্যাপারে দৃশ্যত কোন প্রদক্ষেপ না নেয়ায় ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের দৃষ্টি এখন হাওয়া ভবনের দিকে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা চাচ্ছেন জিয়াপুত্র তারেক রহমানকে ছাত্রদলের কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হোক। সকলের ধারণা ও মতামত হচ্ছে তারেক জিয়ার তত্ত্বাবধায়নে ছাত্রদলের কমিটি করা হলে তা অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের বাদ দিয়ে নিয়মিত ছাত্র, যোগ্য, মেধাবী ও তরুণদের নিয়ে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য একটি কমিটি হবে। তারেক জিয়া গত মাসে বগুড়ার এক জনসভায় ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে তার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ছাত্রদল নেতাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছে। এসবি, এনএসআই এবং ডিজিএফআই-এর সদস্যরা দীর্ঘ দিন ধরে তৎপরতা চালিয়ে ছাত্রত্ব নেই এমন এবং সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত ছাত্রদল নেতাদের তালিকা তৈরী করেছে। ছাত্রদল নেতাদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট সম্বলিত তালিকা গত কয়েক দিন আগে হাওয়া ভবনে জমা দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। আগামী ২৫ এপ্রিল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর ছাত্রদলের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে এবং আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিটির ঘোষণার জোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ছাত্রদলের কমিটির ধরন কি হবে তা নিয়ে এখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে বিএনপি। ছাত্রদল নেতারাও এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। কারো কারো ধারণা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একসাথে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। আবার কেউ কেউ বলছেন, তিন মাসের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি করা হতে পারে। আহ্বায়ক কমিটি করে তিন মাস ছাত্রদল নেতাদের তত্ত্বাবধায়ন করে তরুণ ও নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে পরবর্তীতে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার চিন্তা-ভাবনাও চলছে। আহ্বায়ক কমিটি করলে বর্তমানে সভাপতি প্রার্থীদের কাউকে আহ্বায়ক এবং বাকিদের কাউকে কাউকে সাধারণ সম্পাদক পদে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থীদের যুগ্ম আহ্বায়ক করা হতে পারে।

এদিকে কমিটি গঠনের আলোচনা নতুন করে শুরু হওয়ায় গাঝাড়া দিয়ে উঠেছেন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। তবে নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা ঠিক বুঝতে পারছেন না এবার কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় কারা গুরুত্ব পাবেন। এ কারণে অন্যান্য বারের তুলনায় গ্রুপিং-লবিং ততোটা নেই। তারপরও নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা যাচ্ছেন বিএনপির প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রীদের বাসায়, হাওয়া ভবনে, তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে এবং প্রধানমন্ত্রীর দু'জন প্রভাবশালী রাজনৈতিক সচিবের কাছে। বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমানের কাছেও যাচ্ছেন অনেকে। কমিটিকে সামনে ছাত্রদলের সকল নেতাই এখন পজিটিভ ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করছেন। ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে কারা ঠাঁই পাচ্ছেন তা নিয়ে চলছে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা। স্থগিত কমিটির নেতাদের মধ্যে কারা কারা নতুন কমিটিতে স্থান পাবেন তা নিয়েও আলোচনা চলছে নেতাকর্মীদের মাঝে।

নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে শক্তিশালী প্রার্থী হচ্ছেন স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মনির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই-ইলাহী এবং মহানগরী দক্ষিণ সভাপতি সাগীর আহমেদ। এঁদের মধ্যে থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হতে পারে। আহ্বায়ক কমিটি করা হলে সভাপতি প্রার্থীদের থেকেই কাউকে আহ্বায়ক করা হতে পারে। তবে এদের মধ্যে কেউ বিতর্কিত ও অছাত্র থাকলে তার বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদেরকে কি ছাত্র রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হবে। সাধারণ সম্পাদক পদে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থীরা হলেন স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিম এবং বেনজীর আহমেদ টিটু। মহানগরী থেকে সাধারণ সম্পাদক পদে শক্তিশালী প্রার্থী হলেন মহানগরী (উত্তর) শাখার সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ হারুন। সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীদের মধ্যে যারা নিয়মিত ছাত্র ও তরুণ তারাই প্রাধান্য পাবেন। আহ্বায়ক কমিটি হলে এদের থেকেই যুগ্ম আহ্বায়ক করা হবে। সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় পদে আরো প্রার্থীরা হলেন– স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি আব্দুল বারী ড্যানী, কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, আব্দুল খালেক হাওলাদার, মামুন হাসান, যুগ্ম সম্পাদক ফরহাদ হোসেন আজাদ, আব্দুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, আব্দুল কুদ্দুস, জয়ন্ত কুণ্ড ও আব্দুস সাত্তার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি পদে সবচেয়ে ...শী আলোচিত হচ্ছে বর্তমান সাংগঠনিক ...ম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, যুগ্ম সম্পাদক ...রুল ইসলাম নয়ন, স্থগিত কমিটির যুগ্ম ...ম্পাদক মোস্তফা খান সফরী এবং সহ ...াধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের ...ম। বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি পদে আরো প্রার্থী ...াছেন ফজলুল হক হলের সভাপতি রফিকুল ...সলাম লিটন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র